T. Affair

018

তারিখ 31 OCT 1985 ... পৃষ্ঠা 3 ...

৬০ উত্তীর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক

মেয়াদ বাড়ানোর জন্য সিন্ডিকেটের সুপারিশ সরকার কর্তৃক অগ্রাহ্য

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

৬০ বছর উত্তীর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবসর গ্রহণ সরকার বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। আগে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট শিক্ষকের চাকরির মেয়াদ প্রয়োজন মনে করলে কিছুকাল বাড়াতে পারতেন। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই অধিকার নাকচ করা হয়েছে।

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট এ ধরনের কয়েকজন ৬০ উত্তীর্ণ শিক্ষকের শিক্ষকতার মেয়াদ বাড়ানোর জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করেছেন। সম্প্রতি বেশ কিছুকাল যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানকার্য নানা কারণে সুচারুরূপে সম্ভব হয়নি। তা কাটিয়ে ওঠার কারণেই কার্যক্ষম অথচ ৬০ উত্তীর্ণ শিক্ষকদের আরও কিছুকাল কাজে রাখার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেই সিন্ডিকেট সরকারের নিকট উপরোক্ত মর্মে সুপারিশ করেছিলেন।

৬০ বছর পূর্ণ হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অবসর গ্রহণ করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রচলিত আইনে সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সব প্রখ্যাত শিক্ষককে অবসর গ্রহণ করতে হয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছেন ইতিহাসের ডঃ মফিজুল্লাহ কবীর, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সর্দার ফজলুল করীম, দর্শনের সৈয়দ কামরুদ্দীন হোসেন এবং জনাব জহুরুল হক ও আইনের জনাব হামিদ উদ্দীন।

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য নতুন বেতন স্কেল দেয়ার দাবী

বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ম, আখতারুজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক গোলাম সামদানী কোরায়শী এক যুক্ত বিবৃতিতে অভিযোগ করেছেন, সরকার সরকারী কর্মচারীদের জন্য নতুন বেতন স্কেল দিলেও বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য তা দেননি। এমনকি আশ্বাস দেয়া সত্ত্বেও প্রচলিত পঞ্চাশ ভাগ বেতনও প্রতিমাসে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

বিবৃতিতে বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য অবিলম্বে নতুন বেতন স্কেল দেয়ার দাবী জানিয়ে বলা হয় যে, তাদের প্রতি এই বিমাতাসুলভ আচরণ শিক্ষকসমাজ বরদাশত করবে না।

মেয়াদ বাড়ানোর জন্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন অনির্ধারিত ছুটি এবং অপরাপর কারণে শিক্ষাদানে যে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে এবং যে কারণে শিক্ষকদের অতিরিক্ত ক্লাশ গ্রহণেরও প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সেখানে শিক্ষাক্ষেত্রের ছাত্র-অভিভাবক সকলেরই আশা ছিল যে, বয়সের কারণে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ কিছুকালের জন্য হলেও বৃদ্ধি করা হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট থেকে উল্লিখিত শিক্ষকদের সকলের জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন, শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সরকারের নিকট মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছিল। বহুদিন অপেক্ষা ও সিদ্ধান্তহীনতার পরে সম্প্রতি জানা গেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের দপ্তর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করেছেন। সরকারের এই সিদ্ধান্ত ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মহলের এরূপ অভিমত যে, পূর্বে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটই এ রকম ক্ষেত্রে শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ প্রয়োজন অনুযায়ী কিছুকাল বৃদ্ধি করতে পারতেন, সেখানে বিগত কয়েক বছর যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই অধিকার নাকচ করে সরকার নিজে ৬০ উত্তীর্ণ শিক্ষকদের মেয়াদ বৃদ্ধির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির অভিমত এরূপ যে, ৬০ বছরে যে শিক্ষকবৃন্দ কর্মক্ষম তারা তাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সম্ভার দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে আরো কয়েক বছর সেবা করতে পারেন। সম্প্রতি বিচার বিভাগ এবং অপর একটি ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের পরেও মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছেন। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সরকার এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপরাগতা প্রকাশ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি সকল শিক্ষকের কার্যকাল ৬৫ বছর পর্যন্ত নির্ধারণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন সংশোধন করার দাবীকে তাঁদের সাম্প্রতিক আন্দোলনের একটি অন্যতম বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

উল্লিখিত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন, পরীক্ষা প্রভৃতিতে উদ্ভূত সংকটজনক পরিস্থিতিতে তাঁদের যথাশক্তি দিয়ে সাহায্য করার মনোভাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট ইতিপূর্বে একাধিকবার ব্যক্ত করেছেন। সরকারের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় এই সকল শিক্ষকের অন্ততঃ তার নিজের ক্ষমতার এক্তিয়ারে সংখ্যাতিরিক্ত শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করে তাঁদের শিক্ষাদানে নিবিষ্ট রাখতে পারেন।